গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০৩.১৯.২১৩

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪২৬ / ০৭ মে ২০১৯

সভার নোটিশ

আগামী ১২ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ/২৯ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ তারিখ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দের সমন্বয়ে একটি সভা মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে (ভবন-১, কক্ষ নম্বর-৩০৪, চতুর্থ তলা) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন।

০২। সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ. উল্লিখিত বিষয়ে মতবিনিময়;
গ বিবিধ।

০৩। এমতাবস্থায়, উক্ত সভায় যোগদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৭/৫/১৯

(মোঃ ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০২. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০৩. সিনিয়র সচিব/সচিব... ... ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

০১. ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ);
০২. উপসচিব, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার অধিশাখা (নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ৩০৪ নম্বর কক্ষ বরাদ্দের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
০৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ও
০৪. উপসচিব, সাধারণ সেবা অধিশাখা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

৫ম তলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

পত্রসংখ্যা- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি/২০১৯/০২৫ (৩৩)

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৬ / ২৮ এপ্রিল ২০১৯

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করেছে। জাতীয় কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে এবং ০৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বেশ কয়েকটি উপকমিটি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক উপকমিটি ইতোমধ্যে এক/একাধিক সভা করে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পেশ করছে এবং বাস্তবায়ন কমিটি উপকমিটিসমূহের প্রস্তাবনাসমূহ সমন্বয় করে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

০২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ কারণে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এসকল কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এবং কোনো কর্মসূচির দ্বিত্ব পরিহার করার জন্য স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অবহিত থাকা প্রয়োজন।

০৩। বর্ণিত অবস্থায়, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক সমন্বয়ের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে আপনার মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ১৫ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
ফোন: ০২-৫৫১৩০৩২০

বিতরণ: কার্যার্থে

সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরষিদ বিভাগ
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
ডাইরী নং: তারিখ: ২৬/০৫/১৯
অতি: সচিব (প্রঃ / প্রাণি: / নিরাপত্তা) — প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (প্রাণি-১ / ৩ / ৪) — প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (প্র-ই / মৎস্য / প্রাণি) — উপস্থাপন করুন
যুগ্মপ্রধান / উপসচিব / উপপ্রধান — আলোচনা করুন
সচিবের একান্ত সচিব — অবগত/ মতামত নিন
স্বাক্ষর

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪০—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

২.০। **কমিটির গঠন:**

১.	শেখ হাসিনা, সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২.	শেখ রেহানা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠা কন্যা	সদস্য
৩.	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সদস্য
৪.	বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি	সদস্য
৫.	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় নেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সদস্য
৬.	বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক, চেয়ারম্যান, আইন কমিশন	সদস্য
৭.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
৮.	জনাব আমির হোসেন আমু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
৯.	জনাব তোফায়েল আহমেদ, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১০.	বেগম মতিয়া চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১১.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১২.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য

মূল্য : টাকা ৮·০০

১৩.	জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সংসদ সদস্য ও সাবেক চিফ হুইপ	সদস্য
১৪.	শেখ ফজলুল করিম সেলিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৫.	জনাব রাশেদ খান মেনন, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৬.	জনাব হাসানুল হক ইনু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৭.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৮.	জনাব আ , ক, ম, মোজাম্মেল হক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	জনাব ওবায়দুল কাদের, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০.	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	জনাব আসাদুজ্জামান খান, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	জনাব আনিসুল হক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	জনাব আহম মুস্তফা কামাল, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫.	ডা: দীপু মনি, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬.	জনাব এ. কে আব্দুল মোমেন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৭.	জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৮.	জনাব মোস্তাফা জব্বার, মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৯.	জনাব এইচ টি ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা	সদস্য
৩০.	ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	সদস্য
৩১.	ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩২.	ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩৩.	মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা	সদস্য
৩৪.	জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	সদস্য
৩৬.	জনাব নসরুল হামিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৭.	জনাব কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৮.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩৯.	সেনাবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪০.	নৌবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪১.	বিমানবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪৩.	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪৪.	বেগম তারানা হালিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
৪৫.	বেগম সারাহ্ বেগম কবরী, চলচ্চিত্রশিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য	সদস্য
৪৬.	অধ্যাপক এমিরিটাস আনিসুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক	সদস্য
৪৭.	অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক	সদস্য

৪৮.	জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সাংবাদিক ও লেখক	সদস্য
৪৯.	শেখ হেলাল উদ্দীন, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫০.	জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫১.	জনাব নাজমুল হাসান, সংসদ সদস্য ও সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	সদস্য
৫২.	শ্রী দীপংকর তালুকদার, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫৩.	জনাব মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫৪.	জনাব আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), সংসদ সদস্য ও অভিনেতা	সদস্য
৫৫.	জনাব মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫৬.	মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৫৭.	ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	সদস্য
৫৮.	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
৫৯.	মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন	সদস্য
৬০.	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৬১.	ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৬২.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৩.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৪.	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৫.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৬.	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬৭.	উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৮.	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ	সদস্য
৬৯.	অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭০.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
৭১.	লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক	সদস্য
৭২.	খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ	সদস্য
৭৩.	মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, ইমাম, শোলাকিয়া ঈদ জামাত	সদস্য
৭৪.	অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা	সদস্য
৭৫.	কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, আর্চবিশপ, ঢাকা	সদস্য
৭৬.	শ্রী সত্যপ্রিয় মহাথের, সীমাবিহার বৌদ্ধ মন্দির, রামু	সদস্য
৭৭.	অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, লেখক ও শিক্ষাবিদ	সদস্য
৭৮.	অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, সেক্রেটারি জেনারেল, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
৭৯.	শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার	সদস্য
৮০.	শিল্পী হাশেম খান, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
৮১.	শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৮২.	জনাব শামসুজ্জামান খান, ফোকলোরবিদ	সদস্য
৮৩.	জনাব কামাল লোহানী, লেখক	সদস্য
৮৪.	ড. অনুপম সেন, শিক্ষাবিদ	সদস্য
৮৫.	জনাব তোয়াব খান, সাংবাদিক	সদস্য
৮৬.	সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পী	সদস্য
৮৭.	কবি নির্মলেন্দু গুণ	সদস্য
৮৮.	জনাব রামেন্দু মজুমদার, নাট্যজন	সদস্য

৮৯.	জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	সদস্য
৯০.	অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক	সদস্য
৯১.	অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম, উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি.	সদস্য
৯২.	অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক	সদস্য
৯৩.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯৪.	জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ, নাট্য নির্দেশক ও চলচ্চিত্র পরিচালক	সদস্য
৯৫.	বেগম সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	সদস্য
৯৬.	জনাব নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
৯৭.	অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সংগীতশিল্পী	সদস্য
৯৮.	জনাব রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)	সদস্য
৯৯.	কাজী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, ক্রীড়াবিদ	সদস্য
১০০.	জনাব এম, এ আলমগীর, চলচ্চিত্রশিল্পী	সদস্য
১০১.	শেখ হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
১০২.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

২.১। **কমিটির কার্যপরিধি :**

২.১.১। আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুমোদন;

২.১.২। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান;

২.১.৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক কাজসহ বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান, সমন্বয়-সাধন, পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা; এবং

২.১.৪। বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা।

২.২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩। কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২.৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩.০। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১০৯—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'**-তে নিম্নোক্ত ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

১.	জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডভাইজরি কমিটি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার	সদস্য
২.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব জাহিদ মালেক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব সালমান এফ রহমান, সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা	সদস্য
৬.	জনাব সুবর্ণা মুস্তাফা, সংসদ সদস্য	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪·০০

৭.	ড. মির্জা আবদুল জলিল, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সদস্য
৮.	জনাব মাহবুবে আলম, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	সদস্য
৯.	ড. এনামুল হক, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
১০.	প্রফেসর ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১.	প্রফেসর ড. এম সাইদুর রহমান, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২.	জনাব ইনাম আহমদ চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	সদস্য
১৩.	জনাব আজিজুর রহমান আজিজ, সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	ড. নাসরিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫.	শেখ কবির হোসেন, চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৬.	জনাব মোনায়েম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ	সদস্য
১৭.	জনাব কেরামত মওলা, নাট্যশিল্পী	সদস্য

২। **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'র** অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪১—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

২.০। **কমিটির গঠন :**

১.	অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক	সভাপতি
২.	ডা: দীপু মনি, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব ইয়াফেস ওসমান, মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব নসরুল হামিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য

মূল্য ঃ টাকা ৮·০০

৯.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০.	ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১১.	জনাব অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য	সদস্য
১২.	জনাব র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সংসদ সদস্য	সদস্য
১৩.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১৭.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
২০.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
২১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২৪.	মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২৫.	বেগম তারানা হালিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
২৬.	বেগম সারাহ্ বেগম কবরী, চলচ্চিত্রশিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য	সদস্য
২৭.	জনাব নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
২৮.	জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	সদস্য
২৯.	জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
৩০.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৩১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৩২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
৩৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৩৪.	মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৩৫.	ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৬.	লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক	সদস্য
৩৭.	জনাব রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)	সদস্য

৩৮.	বেগম মাসুরা হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
৩৯.	সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি	সদস্য
৪০.	জনাব আবেদ খান, সাংবাদিক	সদস্য
৪১.	বেগম সারা যাকের, নাট্যশিল্পী	সদস্য
৪২.	জনাব এম, এ আলমগীর, চলচ্চিত্রশিল্পী	সদস্য
৪৩.	জনাব ফজলে শামস পরশ	সদস্য
৪৪.	কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন	সদস্য
৪৫.	কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা	সদস্য
৪৬.	জনাব অঞ্জন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, মাছরাঙা টেলিভিশন	সদস্য
৪৭.	জনাব ইমদাদুল হক মিলন, লেখক ও সাংবাদিক	সদস্য
৪৮.	জনাব ফরিদুর রেজা সাগর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই	সদস্য
৪৯.	সৈয়দ বদরুল আহসান, সাংবাদিক	সদস্য
৫০.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক	সদস্য
৫১.	জনাব স্বদেশ রায়, সাংবাদিক	সদস্য
৫২.	জনাব গোলাম কুদ্দুছ, সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট	সদস্য
৫৩.	কথাশিল্পী আনিসুল হক	সদস্য
৫৪.	কবি তারিক সুজাত	সদস্য
৫৫.	কথাশিল্পী কাজী আনিস আহমেদ	সদস্য
৫৬.	জনাব সাকিব আল হাসান, ক্রীড়াবিদ	সদস্য
৫৭.	জনাব সাজেদ আকবর, সংগীতশিল্পী	সদস্য
৫৮.	জনাব মোজাম্মেল হক বাবু, সাংবাদিক	সদস্য
৫৯.	জনাব সুভাষ সিংহ রায়, সাংবাদিক	সদস্য
৬০.	সভাপতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি	সদস্য
৬১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	প্রধান সমন্বয়ক

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

২.১। **কমিটির কার্যপরিধি :**

২.১.১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সার্বিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও বাজেট প্রণয়ন এবং জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন;

২.১.২। জরুরি ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/জাতীয় কমিটির সভাপতির সরাসরি অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরবর্তীতে জাতীয় কমিটির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ;

২.১.৩। প্রয়োজনে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন এবং সদস্য কো-অপ্ট করা; এবং

২.১.৪। প্রধান সমন্বয়ক বাস্তবায়ন কমিটির সাচিবিক ও সার্বিক কার্যক্রম (উপকমিটির কার্যক্রমসহ) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

২.২। কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২.৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২.৪। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজে কমিটিকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩.০। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'**-তে নিম্নোক্ত ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

১.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব ফরহাদ হোসেন, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	শেখ সারহান নাসের তন্ময়, সংসদ সদস্য	সদস্য
৭.	জনাব অ্যারোমা দত্ত, সংসদ সদস্য	সদস্য
৮.	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

৯.	প্রফেসর ড. সাত্তার মন্ডল, ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১০.	শিল্পী রফিকুন নবী	সদস্য
১১.	জনাব আতাউর রহমান, নাট্যশিল্পী	সদস্য
১২.	অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. আরাফাত, চেয়ারম্যান, সুচিন্তা বাংলাদেশ	সদস্য
১৩.	জনাব সিদ্দিকুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	সদস্য
১৪.	জনাব জাফর ওয়াজেদ, সাংবাদিক	সদস্য
১৫.	জনাব আমিনুল ইসলাম, উপ-প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সদস্য
১৬.	জনাব সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
১৭.	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
১৮.	জনাব সাব্বির বিন শামস, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন	সদস্য

২। **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'**র অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের প্রত্যাশা

আগামী ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে আলাদা রকম মহিমাময় এই মাহেন্দ্রক্ষণ। বছরব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত আয়োজনে এই উৎসব উদযাপিত হবে। এ জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এ বছর আমাদের জীবন অভিজ্ঞতার অসাধারণ অংশ হয়ে থাকবে। সরকার ইতোমধ্যে এই লক্ষ্যে দুটি কমিটি গঠন করেছে : 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'। এই দুই কমিটিতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজন যেমন : স্পীকার, প্রধান

কামাল চৌধুরী

বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, শিল্প-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কর্মসূচি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। এ কমিটি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার আলোকে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত ৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ বিবিধ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই কমিটির প্রথম যৌথসভা করেছেন। এ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন, বছরব্যাপী উৎসব আয়োজন বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জন্মশতবার্ষিকী একটি বিশেষ সময়কালের অর্জন ও গৌরবের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর সুগভীর তাৎপর্যের সঙ্গে এ সময় যোগ হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির কয়েকটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন। তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্নযাত্রা গতি পেয়েছে। আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নানা বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দেশে যে কয়টি মাইলফলক এই সময়ে অতিক্রান্ত হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। এ সবই বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতার দৃষ্টান্ত। এই বিষয়গুলো নিয়ে বহু লেখা হয়েছে। আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত উল্লেখের দিকে যাচ্ছি না। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন ও সরকারী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের এই মেলবন্ধনের ইতিহাস সম্ভবত অন্য কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে 'মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যত বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে সম্পন্ন করা জাতির কাছে আমাদের অঙ্গীকার।' জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়কে যুক্ত করা হয়েছে যা এ উৎসব আয়োজনকে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যে অভিষিক্ত করবে।

জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পৃথিবীতে নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও অনেক বিখ্যাতজনের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কে আমরা জানি। বর্তমানে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মশতবার্ষিকীর উদযাপন চলছে। মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর। এ উপলক্ষে ভারতেও বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উদযাপিত হচ্ছে। ইতোপূর্বে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীও উদযাপন করা হয়েছে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৯ নবেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবার্ষিকী কিছুদিন আগে উদযাপিত হলো। নিকট অতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে।

জনগণ ইতিহাসের চালিকাশক্তি। কিন্তু ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ গুণে, সক্ষমতায়, সাহস ও মেধার অসাধারণ দীপ্তিতে এবং আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ ও কণ্টকর পথ পেরিয়ে কোন কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হন জাতির কণ্ঠস্বর হিসেবে। জনতার অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ধারণ করে জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মুক্তির নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন তারা। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এ রকম অনেক

বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন এই দেশে। আজ পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিতে ৪র্থ বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। উদ্ভাবনা ও অগ্রগতির এই বিস্ময়কর যাত্রার সঙ্গে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাঠ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে সহায়ক হবে

মহামানব সম্পর্কে জানি। বঙ্গবন্ধু তার সাহস, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অসাধারণ বাগ্মিতার অভূতপূর্ব সমন্বয়ে বাঙালীর শ্রেষ্ঠতম নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেল, জুলুম, অত্যাচার কিছুই তাকে বাঙালীর মুক্তির স্বপ্নযাত্রা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সম্প্রতি জেলখানা থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দেখা যায়, ৩০৫৩ দিন তিনি জেলখানায় অতিবাহিত করেছেন। সেই যে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারপর থেকে জেলখানাই হয়ে উঠেছিল তার নিত্য আবাসস্থল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' এই দুটি অসাধারণ গ্রন্থে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত তার Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman গ্রন্থে আমরা এসব দিনের অনেক খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে পারি। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ উচ্চতায় আসীন হয়েছেন। রূপান্তরিত হয়েছেন ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে। তার ৭ মার্চের ভাষণ আজ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষণ বাঙালীর ইতিহাসের বাঁক বদলের ভাষণ। কারণ এর আগে বাঙালীকে কেউ এভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, কেউ এভাবে স্বাধীনতার ডাক দেয়নি তার ডাকেই বাঙালী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাবস্থার ভাষণ। একদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর রক্তচক্ষু ও তাদের ট্যাঙ্ক-কামান প্রস্তুত অন্যদিকে নিরস্ত্র বাঙালীর হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন অকুতোভয় এক মহানায়ক। ৭ মার্চের অগ্নিগর্ভ ভাষণে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন জাতির একমাত্র প্রতীক হিসেবে। সেদিন তিনি শুধু ব্যক্তি নন, শুধু নেতা নন, বাঙালী জাতিসত্তার হাজার বছরের অতিক্রান্ত ইতিহাসকে ধারণ করে নিজেই রূপান্তরিত হয়েছেন জনতার কণ্ঠস্বরে। প্রথম সার্বভৌম বাঙালী হিসেবে জনতার শক্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার উদাহরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ধ্বংসস্তূপ থেকে পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মতো তাঁর নেতৃত্বে জেগে উঠেছিল নতুন দেশ। আরাধ্য সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। ঘাতকের বুলেটে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। কিন্তু আমাদের জীবনাচরণে, প্রাত্যহিকতায় চিরকালীন বাতিঘরের মতো তিনি সমুজ্জ্বল। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন প্রেরণার দীপশিখা হিসেবে। আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা, সেখানে তিনিই সাহস ও আলোকবর্তিকা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী তাই বাঙালীর কাছে নিছক জন্মদিন নয়, বাঙালীর কাছে মুক্তিদাতার প্রতি সম্মান জানানোর বিরল সুযোগের দিন। সেই সঙ্গে যে জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার অবয়ব দিয়েছেন এবং বিশ্বসত্তার গর্বিত অংশে রূপায়িত করেছেন, তাঁর প্রতি সেই জাতির সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও সময় এটি। জীবদ্দশায় তিনি শোষিতের নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো বিশ্বনায়কের চোখেও তিনি ছিলেন হিমালয়। বিশ্ব মিডিয়ায় তিনি ছিলেন 'রাজনীতির কবি' হিসেবে নন্দিত। বঙ্গবন্ধু যুগপৎ জাতির নেতা এবং বিশ্বনেতা। এই জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের মানুষ এবং বিশ্বের মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাবে, ভালবাসা জানাবে। আমরা আশা করি, এ আয়োজন একদিকে হবে গৌরবের নিরিখে ইতিহাসের উত্তরাধিকার এবং অন্যদিকে স্মৃতিময় ও উৎসবমুখর। আমাদের প্রত্যাশা, তরুণ প্রজন্ম ব্যাপকহারে এই আয়োজনে সম্পৃক্ত হবে। তাঁর জীবন ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশের কুশীলব হিসেবে তারা আবির্ভূত হবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন এই দেশে। আজ পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিতে ৪র্থ বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। উদ্ভাবনা ও অগ্রগতির এই বিস্ময়কর যাত্রার সঙ্গে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাঠ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে সহায়ক হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তিনি আমাদের অতীত, বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত। বাংলাদেশ সেই উজ্জ্বলতার আলোকসম্পাতে আলোকিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন আয়োজনের প্রাক্কালে এই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : কবি, সাবেক মুখ্য সচিব ও সদস্য সচিব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সভার স্থান: করবী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ ও সময়: ২০শে মার্চ ২০১৯, বুধবার, সকাল ১০:০০

সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। অতঃপর তিনি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানান।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও অবিসংবাদিত নেতা। ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে তিনি সংগ্রাম করেন। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের জন্য আলাদা ভূখণ্ড দরকার। বিশেষ করে এটি আরও স্পষ্ট হয় যখন বাঙালির মাতৃভাষা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। তখনই বঙ্গবন্ধু দুঃসাহসিক প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করেন। পাকিস্তানি দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সকল সংগ্রামে তিনি ছিলেন পুরো ভাগে। ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্বের পুরোধা হিসাবে বঙ্গবন্ধু একের পর এক গণআন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে জাতিকে সুসংগঠিত করে নেতৃত্ব দেন এই মহান পুরুষ। 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ'- একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস, এক ও অভিন্ন সত্তা।

৩। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর প্রামাণ্য দলিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত একাত্তরের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ গভীর তাৎপর্যবহ, দুর্বার গণজাগরণ সৃষ্টিকারী ভাষণের নজির বিরল।

৪। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন। এদেশের জনগণকে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। তিনি দেশ গঠনে মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এ সময় বারবার একের পর এক ষড়যন্ত্র হয়েছে। তখন দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সেই জাতীয় ঐক্যের ডাক আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। তিনি এদেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় রেখে একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান দিয়েছেন, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিধৃত হয়েছে। তাঁর সময়ে প্রণীত আইন, নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনাসমূহ এখনও অগ্রগণ্য অবস্থানে সুস্থিত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাঁর চিন্তাদর্শনকে ভিত্তি করে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যার সুফল মানুষ ইতোমধ্যে পাওয়া শুরু করেছে।

৫। প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করে জানান যে, ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান মুছে ফেলার প্রয়াস হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর যে অবদান তাও বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুদীর্ঘ ২১ বছর এদেশের মানুষ সত্যটা জানতেই পারেননি। তিনি বলেন, আসলে সত্যকে কেউ কখনও মুছে ফেলতে পারে না, আজ আমরা সেটার প্রমাণ পাচ্ছি।

৬। শোষণ-বৈষম্যের শিকার, অধিকার বঞ্চিত বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নই ছিল বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কুচক্রীমহল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের আত্মবিকাশকে রুদ্ধ করে দেওয়াই ছিল এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। ১৫ই আগস্টের পরে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লুণ্ঠিত হয়, ইতিহাস বিকৃত হয়।

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময় এদেশের মানুষের কথা চিন্তা করে ব্যয় করেছেন। মানুষের ওপর অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিনের পর দিন তিনি কারাবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর সন্তান হিসেবে তিনি পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়েছেন। কেননা জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই তিনি কাটিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে জাতির পিতা দেখেছেন দারিদ্র্যের হাহাকার। বুভুক্ষু নর-নারীর কষ্ট। মানুষের এই দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেননি। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য। বাঙালিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও স্বাধীন জাতির মর্যাদা। তাই জাতির পিতার

জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে তিনি বিবেচনা করেন এবং সেটি যথাযথ মর্যাদার সাথেই উদ্‌যাপন করার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাগত বক্তব্য শেষে তাঁর অনুমতিক্রমে সভা সঞ্চালন করেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং 'জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

৯। ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সঞ্চালনার শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের গুরুত্বারোপ করে এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে করণীয় বিষয়াদি সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়ার পয়েন্ট-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

১০। উক্ত উপস্থাপনায় তিনি বর্তমান সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যত বিনির্মাণে রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে সম্পন্ন করার দৃঢ় প্রত্যয়ের উদ্ধৃতি দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে জাতি মর্যাদা, অগ্রগতি ও উন্নয়নের ৪টি মাইলফলক স্পর্শ ও অতিক্রম করবে। সেগুলো হলো: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সরকার কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সভাপতি করে ১০২ সদস্য বিশিষ্ট **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'** এবং জাতীয় অধ্যাপক জনাব রফিকুল ইসলামকে সভাপতি করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'** গঠন করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তাঁকে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১১। বর্ণিত কমিটি দু'টির কার্যাবলি তিনি উপস্থাপনায় তুলে ধরেন। উপস্থাপনাকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভবন সেগুন বাগিচা, ঢাকার পঞ্চম তলায় বাস্তবায়ন কমিটির অফিস স্থাপন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনের তারিখ ১৭ই মার্চ ২০২০ এবং সমাপনের তারিখ ১৭ই মার্চ ২০২১ নির্ধারণ, লোগোর নকশা প্রণয়ন, উদ্বোধন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন, বিশেষ দিবসগুলোতে (১০ই জানুয়ারি, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৭ই মার্চ, ২৫ ও ২৬শে মার্চ, ৭ই জুন, ২৩শে জুন, ১৫ই আগস্ট এবং ১৬ই ডিসেম্বর) বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলাদা ভাবে বিশেষ কর্মসূচি পালন, দেশব্যাপী এবং বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মসূচি গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন এবং সমাপন অনুষ্ঠান

সংক্রান্ত স্থান ও কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি জানান যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অফিস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় স্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তাকে বাস্তবায়ন কমিটিতে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেছে।

১২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং বঙ্গবন্ধু জীবন ও কর্মের উপর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক সভায় ওয়েবসাইটের একটি নমুনা উপস্থাপন করেন এবং ওয়েবসাইটটি কীভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের করা যায় সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান এবং ওয়েবসাইটটির ইন্টারফেস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

১৩। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান। মুক্ত আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

১৪। যে সকল সম্মানিত সদস্য মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা হলেন জনাব আমির হোসেন আমু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জনাব তোফায়েল আহমেদ, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; বেগম মতিয়া চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জনাব মোহাম্মদ নাসিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জনাব রাশেদ খান মেনন, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জনাব হাসানুল হক ইনু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী; জেনারেল আজিজ আহমেদ, সেনাবাহিনী প্রধান; এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, নৌবাহিনী প্রধান; এয়ার চিফ মার্শাল মশিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিমান বাহিনী প্রধান; জনাব নাজমুল হাসান, সংসদ সদস্য ও সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড; জনাব সফিকুর রহমান, সংসদ সদস্য; ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ; অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন; জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত আই,জি,পি, বাংলাদেশ পুলিশ; ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক; অধ্যাপক মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; ড. ফারজানা ইসলাম, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ; জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, সভাপতি, এফবিসিসিআই; মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, ইমাম, শোলাকিয়া ঈদ জামাত; কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, আর্চবিশপ, ঢাকা; অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, সভাপতি, ডায়াবেটিক

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ; অধ্যাপক ড. অনুপম সেন; অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল; কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন; অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, ফোকলোরবিদ; অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম; জনাব নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, নাট্যনির্দেশক ও চলচ্চিত্র পরিচালক; জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, উপ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পী; বেগম তারানা হালিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী; বেগম সারাহ্ বেগম কবরী, চলচ্চিত্র শিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য; জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি; জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমি; জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক; বেগম সারা যাকের, নাট্যশিল্পী; জনাব ফরিদুর রেজা সাগর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই; জনাব গোলাম কুদ্দুছ, সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট; ড. মাকসুদ কামাল, সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক।

প্রস্তাবনাসমূহ:

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে পালনীয়/করণীয় সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব পাওয়া যায়, সেগুলো **বিষয়ভিত্তিক** নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

সেমিনার/আলোচনা/সম্মেলন:

ক) আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ; যেমন-অমর্ত্য সেন, প্রণব মুখার্জি, মহসিন আল আরিশি, হান্স হার্ডার প্রমুখ;

খ) জাতীয় পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন;

গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার হিসেবে অধিষ্ঠিত বিশিষ্টজনের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন; এবং

ঘ) বিশ্বের মানবতাবাদী মহান নেতৃবৃন্দ যেমন- মহাত্মা গান্ধী, নেলসন মেন্ডেলা ও আব্রাহাম লিঙ্কন-এর জীবনী আলোচনার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে যুগপৎ আলোচনা।

পদক/পুরস্কার/ফেলোশিপ:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক প্রবর্তন;

খ) 'Bangabandhu Sheikh Mujib International Mother Language Award' প্রবর্তন;

গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছরের যে কোনো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'Medal of Excellence' পদক প্রদান;

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানবতার জন্য যে সকল কাজ করেছেন তারই আলোকে 'Liberation of Humanity Award' প্রদান;

ঙ) জনকল্যাণে নিবেদনের জন্য Bangabandhu Sheikh Mujib Public Service Award প্রবর্তন;

চ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ ফান্ড গঠন ও নিয়মিত ফেলোশিপ প্রদান;

ছ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ কর্মশালা ও বিশেষ কোর্সের প্রচলন; এবং

জ) মুক্তিযুদ্ধের সময় অংশগ্রহণকারী মিত্র বাহিনীর অসচ্ছল সদস্যদের সন্তানদের জন্য ৫০০টি স্কলারশিপের ব্যবস্থাকরণ।

শিক্ষা:

ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গবেষণার কাজে 'গবেষণা সহায়তা' প্রদান;

খ) শিক্ষার সকল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দর্শনের বাস্তবায়ন;

গ) সকল শিক্ষার্থীকে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সম্পৃক্তকরণ;

ঘ) টুঙ্গিপাড়ায় 'জন্মশতবার্ষিকী বিশ্ববিদ্যালয়' (Centenary University) স্থাপন; এবং

ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে সকল বিশ্ববিদ্যালেয়র চ্যান্সেলর ছিলেন সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান।

সাহিত্য:

ক) আন্তর্জাতিক বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব আয়োজন;

খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে বাংলা একাডেমি কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক ১০০ ক্যাটাগরির পুস্তক প্রকাশ; এবং

গ) ২০২০ সালের বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বইমেলা' নামে আয়োজন।

ক্রীড়া:

ক) ১২+ শিশু-কিশোরদের নিয়ে বছরব্যাপী ক্রিকেট কার্নিভাল আয়োজন;

খ) ২০২০ সালের ১৭-২০ মার্চের মধ্যে 'এশিয়া বনাম রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে একটি টি টুয়েন্টি ম্যাচ আয়োজন; এবং

গ) Swimmers Talent Hunt আয়োজন।

দর্শন:

ক) মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে শিশুরা কী ভাবছে তার ওপর একটা সমীক্ষা পরিচালন;

খ) কওমি মাদ্রাসাসমূহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানসমূহ ব্যাপকভাবে তুলে ধরা;

গ) বাঙালিত্বের সাথে ইসলাম যে সাংঘর্ষিক নয় –বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই দর্শন ব্যাপক ভাবে প্রচার; এবং

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আধ্যাত্মিক দর্শন নিয়ে গবেষণা (যা সব ধর্মের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে)।

সংস্কৃতি:

ক) International Cultural Festival আয়োজন;

খ) Environmental Theatre-এর আয়োজন;

গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকলকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন;

ঘ) বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম নিয়ে মানসম্পন্ন নাটক তৈরি ও মঞ্চায়ন;

ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে থিম সং তৈরি;

চ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন দিবস ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন/রচনা/বিতর্ক/সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন; এবং

ছ) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ।

উদ্‌যাপন:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি বিজড়িত দিবসসমূহ বিশেষভাবে উদ্‌যাপন;

খ) ১১ই মার্চ বাংলা ভাষা দিবস হিসেবে পালন;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মক্ষণ সারাদেশে একযোগে সাইরেন/আতশবাজির মাধ্যমে উদ্‌যাপন;

ঘ) জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব বাংলাদেশের কৃষকের উদ্দেশে উৎসর্গকরণ;

ঙ) মুক্তিযুদ্ধের মিত্র দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী কন্টিনজেন্টসমূহকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক প্যারেড আয়োজন;

চ) বাংলাদেশের প্রচলিত খাবারকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন;

ছ) শিশুদেরকে নিয়ে International Scout Jamboree আয়োজন;

জ) মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এমন আন্তর্জাতিক পোর্টে Ship visit;

ঝ) বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করার লক্ষ্যে Branding Bangladesh Campaign চালুকরণ;

ঞ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রাখার জন্য রেসকোর্স ময়দানের ৭ই মার্চের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে একটি প্লাজা তৈরি ও উক্ত ভাষণের হলোগ্রাফিক ভার্সন নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থাকরণ;

ট) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীকে Extreme Poverty Eradication Year হিসেবে ঘোষণা ও বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ;

ঠ) স্কুল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের দায়িত্ব স্কুল কেবিনেটের তত্ত্বাবধানে পরিচালন;

ড) মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের পুনর্মিলনীর আয়োজন;

ঢ) ২০২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের সকল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন অন্তর্ভুক্তকরণ;

ণ) দেশের সকল শিশু একাডেমিতে শিশুদের নিয়ে জন্মশতবার্ষিকীর নানাবিধ আয়োজনের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদ্দেশে শিশুদের পত্র লেখার আয়োজন/চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা;

ত) জন্মশতবার্ষিকীর সকল আয়োজনে প্রবাসী কর্মী, শ্রমিক ও কৃষকদের অন্তর্ভুক্তকরণ;

থ) জন্মশতবার্ষিকী ঢাকাকেন্দ্রিক না রেখে দেশব্যাপী উদ্‌যাপন; এবং

দ) উদ্বোধন অনুষ্ঠান জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে আয়োজন।

প্রচার/বৈদেশিক যোগাযোগ:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিদেশ সফর, বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তাঁকে প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ প্রটোকলের বিষয়টির বহুলপ্রচার;

খ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও কালচারাল সেন্টার স্থাপন;

গ) 'নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান'-এই শ্লোগানের বহুল প্রচার;

ঘ) জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য একটি বিশেষায়িত টেলিভিশন চ্যানেল চালুকরণ;

ঙ) ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যর্থতার বহুল প্রচার; এবং

চ) 'বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো'- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ স্লোগানের বহুল প্রচার।

প্রামাণ্য চিত্র:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি বিজড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি;

খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় গণমাধ্যমে প্রচারিত তাঁর বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারের ক্লিপিংস নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রস্তুত;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রকাশ;

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর জীবদ্দশায় যে সকল ঘটনা/অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলোর ভিত্তিতে একটি জীবন পরিক্রমা তৈরি; এবং

ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ এবং তাঁকে হত্যার পর দেশ কী কী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি।

প্রকাশনা/গবেষণা:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ ও তাঁর রচিত আত্মজীবনী বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি ও আরবি ভাষায় প্রকাশ;

খ) দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্পাদিত কর্মসমূহ অন্য আমলের সঙ্গে তুলনামূলক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়নচিত্র প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ;

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল জাদুঘরে স্মারক বইয়ে সাধারণ মানুষের লেখা অনুভূতি নিয়ে একটি প্রকাশনা বের এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ;

ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান নিয়ে প্রকাশনা; এবং

চ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মূল্যবান উক্তিসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

অন্যান্য কর্মসূচি:

ক) অসচ্ছল ও অসহায় নারীদের কল্যাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ;

খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে স্থানীয় মানুষকে সাথে নিয়ে উৎসবমুখর অনুষ্ঠান আয়োজন;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের ভার্চুয়াল ভার্সন তৈরি ও নিয়মিত প্রদর্শন;

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে Type-1 Diabetic রোগীদের বিনামূল্যে

ইনসুলিন প্রদান; এবং

ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে নির্মিত সকল প্রামাণ্য দলিল আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

ওয়েবসাইট:

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যে ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে তাতে তাঁর বক্তৃতা, বইয়ের ডিজিটাল ভার্সন ও ছবি অন্তর্ভুক্তকরণ;

খ) ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনকাল '1920-forever' বা '১৯২০-চিরদিনের শেখ মুজিব' হিসেবে প্রদর্শন; এবং

গ) ওয়েবসাইটে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা প্রকাশের সুযোগ রাখা।

স্মারক:

ক) সকল সরকারি স্টেশনারিতে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংবলিত ফুটপ্রিন্ট অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

খ) স্মারক মুদ্রা (স্বর্ণ ও রৌপ্য), স্মারক নোট, স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন।

স্থাপনা:

ক) স্ট্যাচু অব লিবার্টি এর আদলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাস্কর্য নির্মাণ;

খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি বিজড়িত কারাগারসমূহ সংরক্ষণ ও জাদুঘরে রূপান্তর;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে 3D Virtual জাদুঘর স্থাপন ও গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থাকরণ; এবং

ঘ) ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে একটি মানমন্দির স্থাপন (কর্কটক্রান্তি ও দ্রাঘিমাংশের সংযোগস্থলের বিচারে এই স্থানটি ভৌগলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ১২টি সংযোগস্থলের ১০টি সমুদ্রে ও ১টি সাহারা মরুভূমিতে পড়েছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশগম্যতা নেই। শুধুমাত্র একটি স্থানাঙ্ক বাংলাদেশের ভাঙ্গা উপজেলায় পড়েছে)।

এছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজন তাঁদের নিজস্ব প্রস্তাবনা রেখেছেন:

ক) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বর্ষব্যাপী উদ্‌যাপনে একটি দিন বিচার বিভাগের কর্মসূচি পালন/ উদ্‌যাপন এবং তাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ;

খ) জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান, প্রামাণ্য দলিলসমূহ একটি ইন্সটিটিউশনাল মেমোরিতে সংরক্ষণ এবং

জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে আয়োজন;

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম: সভায় প্রস্তাবিত প্রস্তাবনাসমূহ লিখিত আকারে প্রদান এবং এগুলোর সমন্বয়ে বাংলায় এবং ইংরেজিতে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ; এবং

ঘ) সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত: বাংলাদেশের উন্নয়ন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ-এরূপ প্রকাশনা সরকারিভাবে প্রকাশকরণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে পাবলিক সার্ভিস আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন এবং এজন্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশে একটি টাস্কফোর্স গঠন।

১৬। মুক্ত আলোচনা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উপস্থাপিত প্রস্তাব ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হবে। এ ছাড়া, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত দেন।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকল সদস্যকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সকলকে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

স্বাক্ষরিত
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সদস্য সচিব
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

স্বাক্ষরিত
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

স্বাক্ষরিত
৩/৪/১৯
শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

বিতরণ:

১.....

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
সভার স্থান: আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
তারিখ ও সময়: ৮ই এপ্রিল ২০১৯, সোমবার, বিকাল ৩:৩০ মিনিট
সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই সভার আয়োজন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার জন্য সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি গত ২০শে মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত যৌথসভার সিদ্ধান্ত সবাইকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে বাস্তবায়ন কমিটি জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য কাজ করছে। তিনি জানান, যৌথসভায় সদস্যগণ যে সকল প্রস্তাব দিয়েছেন সেসব প্রস্তাব এবং জন্মশতবার্ষিকীর ওয়েবসাইট ও লোগো বাছাইসহ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই বাস্তবায়ন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। এরপর সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে অনুরোধ করেন।

২। প্রধান সমন্বয়ক শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং সভায় উপস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র জনাব রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্টজনকে স্বাগত জানান। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বাঙালির স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মানুষ –জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ১৫ই আগস্টের সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা– শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে।

৩। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনে যে দু'টি **(জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি)** কমিটি গঠিত হয়েছে তার প্রথম যৌথসভা গত ২০শে মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যৌথসভায় উপস্থিত সদস্যদের নিকট থেকে মোট ৮৫টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে লিখিত আকারে আরও কিছু প্রস্তাব এসেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০২ জন

ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৬১ জন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিতে আরও ১৮ জন সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করেছেন এবং তাঁদেরকে এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

৪। প্রধান সমন্বয়ক সভায় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় স্থাপন ও জনবল পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় স্থাপন করার অনুমতি দিয়েছেন। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব রকমের লজিস্টিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সকল কর্মকর্তাকে বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পদমর্যাদার ২ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১ জন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২ জন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারী বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১ জন স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্ট এবং ১ জন অ্যাসাইনমেন্ট অফিসারকে বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক নিয়োগ দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান ও তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৫। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় স্থাপন ও এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

৬। প্রধান সমন্বয়ক বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দকে সভা সমাপ্তির পরে কমিটির কার্যালয় ও সদস্য লাউঞ্জ ঘুরে দেখার এবং পরবর্তীতে কার্যালয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি জানান যে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বেশ কিছু মিটিং রুম প্রস্তুত করা হয়েছে যেগুলিতে উপকমিটিসমূহ প্রয়োজনে সভা করতে পারে।

আলোচনা: ওয়েবসাইট

৭। স্বাগত বক্তব্য শেষে তিনি বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভার এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনাপর্ব শুরু করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব প্রস্তাবিত ওয়েবসাইটের একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটের যে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়েছে তিনি সেখানে কিছু পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকসহ অন্য সকল রকমের যোগাযোগের জন্য তিনি অবিলম্বে ওয়েবসাইট প্রস্তুত ও চালু করার বিষয়ে জোর তাগিদ দেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য নির্মাণাধীন ওয়েবসাইটের বিষয়ে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ উত্থাপন করা হয়:

- ওয়েবসাইট মোবাইল ইন্টারফেসে দেখার উপযোগী করতে হবে যাতে বিটা সাইটেও এ ওয়েবসাইট দেখা যায়;

- ওয়েবসাইটের ডোমেইন নেম ইউজার ফ্রেন্ডলি করতে হবে;
- ওয়েবসাইটের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে ওয়েবসাইটটি তৈরির সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তসমূহ:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী দেশে ও দেশের বাইরে যুগপৎ উদ্‌যাপিত হবে। এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনগণসহ সারা বিশ্বের মানুষ। তাঁদের কাছে জন্মশতবার্ষিকীর কার্যক্রম যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য অবিলম্বে ওয়েবসাইটটি চালু করা প্রয়োজন;
- ওয়েবসাইটের কনটেন্ট নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন করা হবে;
- জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

আলোচনা: লোগো

৮। a2i-এর পক্ষ থেকে পূরবী মতিন লোগো সংক্রান্ত একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউস ও ডিজাইনারদেরকেও কিভাবে এই প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তিনি বলেন যে দেশব্যপী লোগো প্রতিযোগিতার প্রচারের জন্য এক মাস এবং চুড়ান্তকরণের জন্য ২ সপ্তাহ সময় দেয়া যেতে পারে এবং একটা লোগো ব্যাংক তৈরি করে জন্মশতবার্ষিকীর ওয়েবসাইটে ই-মেইলের মাধ্যমে সেখানে লোগো জমা নেয়া যেতে পারে। লোগো প্রতিযোগিতার প্রচারের জন্য একটি অডিও ভিজ্যুয়াল তৈরি করে টেলিভিশনে এবং বেতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় এবং এজন্য a2i-এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টালও ব্যবহার করা যেতে পারে। জমাকৃত লোগোর মধ্যে থেকে পরবর্তীতে বাছাই কমিটির মাধ্যমে ১০টি লোগো নির্বাচন করে চুড়ান্তভাবে ৩টি লোগো নিয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণপূর্বক জাতীয় কমিটির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে সদস্যবৃন্দ লোগো বাছাইয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ও নিম্নলিখিত **পরামর্শ** প্রদান করেন:

- লোগো সংক্রান্ত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সকলকে সংযুক্ত করা এবং লোগো বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা;
- চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৩টি লোগো নিয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণপূর্বক জাতীয় কমিটির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করা।

সিদ্ধান্তসমূহ:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিজস্ব বাজেট থেকে লোগো প্রতিযোগিতার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করবে এবং প্রতিযোগিতার পুরস্কারের অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে নির্বাহ করা যেতে পারে;

- এছাড়া প্রতিযোগিতার প্রচার ও বিজ্ঞাপন নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যয় a2i তাদের নিজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করবে;
- সারাদেশ থেকে থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লোগো আহ্বান করা হবে। ১০টি লোগো নির্বাচন করে সারাদেশে ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত লোগো ঠিক করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চুড়ান্ত লোগো উন্মোচনের জন্য অনুরোধ জানানো হবে;
- প্রচারের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;
- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লোগো বাছাই কমিটি তাদের কর্মপরিকল্পনা পেশ করবেন।

আলোচনা: থিম সংগীত (থিম সং)

৯। প্রধান সমন্বয়ক জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য একটি থিম সং নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন এ নিয়ে সারা বাংলাদেশে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হতে পারে এবং এর মাধ্যমে একটি সংগীতকে থিম সং হিসাবে নির্ধারণ করা যায়। তাহলে সারা দেশের মানুষ এতে অংশ নিতে পারবে। পরবর্তীতে নির্বাচিত সংগীতকে খ্যাতিমান সুরকারের মাধ্যমে সুরারোপ করিয়ে থিম সং নির্বাচন করা যেতে পারে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ ব্যপারে নিম্নলিখিত মতামতসমূহ প্রদান করেন:

- প্রতিযোগিতা করে একটি প্যাকেজের ভিত্তিতে (বাণী, সুর, শিল্পী) থিম সং তৈরি করা;
- থিম সং যাতে সর্বজনীন হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কয়েকটি স্লোগান (ট্যাগ লাইন) ঠিক করা।

সিদ্ধান্তসমূহ:

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি অবিলম্বে থিম সং নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশ পেশ করবে।

আলোচনা: উপকমিটি গঠন

১০। প্রধান সমন্বয়ক জরুরি ভিত্তিতে উপকমিটি গঠনের প্রয়োজন বলে সভায় অবহিত করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি উপকমিটির সদস্যদের নাম এবং কার্যপরিধি সভায় উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্তসমূহ:

সভায় আলোচনার পর নিম্নলিখিতভাবে উপকমিটি গঠন অনুমোদিত হয়:

ক) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটি

খ) আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটি

গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি

ঘ) প্রকাশনা ও সাহিত্য উপকমিটি

ঙ) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি

চ) ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি

ছ) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি এবং

জ) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি

এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য আর একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উপকমিটিসমূহ অবিলম্বে সভা করে তাঁদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

আলোচনা: যৌথ কমিটির সভায় প্রাপ্ত প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব

১১। প্রধান সমন্বয়ক সভায় অবহিত করেন যে গত ২০শে মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় ৮৫টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এছাড়া পরবর্তীতে লিখিত আকারে বেশ কিছু প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে সারসংক্ষেপ আকারে পেশ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রাপ্তির পর পরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সে সব প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/উপকমিটি/সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হবে।

আলোচনা: বাজেট

১২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বাজেট ও ব্যয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয় এবং আগামী বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখার বিষয়ে অর্থ সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান সমন্বয়ক এতদসংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য স্পষ্টনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি সভা আহ্বানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করেন। উক্ত সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। এছাড়া তিনি বাস্তবায়ন কমিটির কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট প্রকিউরমেন্ট ও আর্থিক বিষয়ের আইনগত দিক তদারকি ও পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সভায় অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাজেট, ব্যয় ও ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পদ্ধতিগত দিক পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব অবিলম্বে সভা আহ্বান করবেন।

অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ

১৩। সভার বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে থেকে নিম্নলিখিত **প্রস্তাবসমূহ** উত্থাপন করা হয়:

- বিদেশী জনপ্রিয় ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ করে টুর্ণামেন্ট/ম্যাচ আয়োজন করতে হবে;
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-কমিটি গঠন;

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি বৃহদাকারের ভাস্কর্য পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের মেরিন ড্রাইভের পাশে স্থাপন;
- কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম পৌছে দেয়ার জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন;
- মুজিবনগরকে ঘিরে ১৭ই এপ্রিল বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট মিউজিয়ামের আদলে একটা গণহত্যা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা;
- ভারতীয় কথাশিল্পী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কোলকাতা জীবন সম্পর্কে লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পৃথিবীর ১২টি দেশের ২৮টি শাখায় মাদাম ত্যুসোর জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মোমের ভাস্কর্য স্থাপন;
- বাংলাদেশের বিমান, জাহাজ ও রেলগাড়িতে মুজিববর্ষ লেখাসহ বঙ্গবন্ধুর ছবি সংযুক্তকরণ;
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশী পরামর্শক নিয়োগ;
- আন্তর্জাতিকভাবে প্রসিদ্ধ লেখকের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনী প্রকাশ করা;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে সি আর আই যে গ্রাফিক নভেল প্রকাশ করেছে সেগুলি প্রসিদ্ধ কোন গ্রাফিকস নভেল লেখককে দিয়ে উদ্বোধন করা যেতে পারে।

১৪। উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে আগামী ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাস্তবায়ন কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য করা হয়। প্রধান সম্বয়ক সদস্যবৃন্দকে বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১৫। বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ লিখিত আকারে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি সকলের সহযোগিতায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন উৎসবমুখরভাবে সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৬/০৪/২০১৯
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সদস্য সচিব
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

স্বাক্ষরিত
১৬/০৪/২০১৯
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি